পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের

বিস্‌মিল্লাহীর্ রহমানির্ রহীম,
সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
আস্‌সালামু আলাইকুম,

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লি: এর ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে পৃথিবীর সমস্ত দেশ, অঞ্চল এক দুর্যোগকালীন সময় অতিক্রম করছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিধি মেনে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বছর ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২১ এর আয়োজন করেছি। সময় করে এ মহতী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হওয়ায় আপনাদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন। পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের কর্মকান্ড, নিরীক্ষিত হিসাব ও অর্থনৈতিক তথ্যাবলীযুক্ত কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দ বোধ করছি। কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা-১৮৪ ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধি, নোটিফিকেশান মোতাবেক কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ তাদের প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের দিকে নজর রেখে সংযুক্তি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যবসায়িক কর্মকান্ড ও সাফল্য তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে আপনাদের কোম্পানী বিগত বছরগুলির ন্যায় ব্যবসা ও নীট মুনাফা এ বছরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি আপনাদের অব্যাহত সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় কোম্পানী উত্তরোত্তর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত হবে।

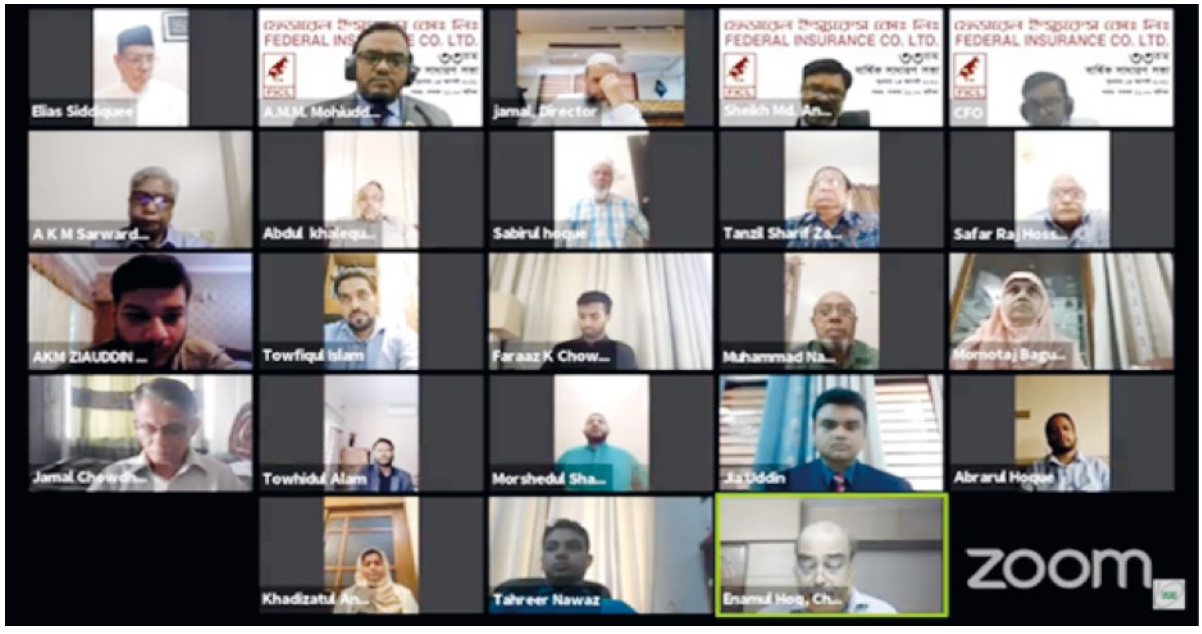

কোম্পানী সম্পর্কিত তথ্য ঃ

১৯৮৭ সনের ১১ নভেম্বর ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ ৩.০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হয়। একই সনের ১৭ নভেম্বর বীমা অধিদপ্তর থেকে সাধারণ বীমা ব্যবসার রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় এবং ২০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৫ সনে পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ৬.০০ কোটি টাকায় এবং পরবর্তিতে মূলধন আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বোনাস, রাইটস শয়ার ইস্যুর মাধ্যমে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ৭১.০৪ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের পৃষ্ঠপোষকতা, আন্তরিক সহযোগিতা এবং কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৩৫ বছরে কোম্পানী বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিকুল অবস্থা, অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারনে এবং বিপুল পরিমান অংকের দাবী পরিশোধ সত্বেও ধাপে ধাপে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমতে এবং আপনাদেরসবার আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছবোই।

ব্যবসার পরিবেশ ও ভবিষ্যত প্রত্যাশা ঃ

২০২১ সনে কোভিড-১৯ মহামারীর নতুন দুটি ধরণ বিস্তার লাভ করে, যা বিশ্বব্যাপী যথেষ্ঠ উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। নতুন ধরণের কোভিড-১৯ এর ডেউ সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট ও মধ্যম ধরণের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুতগতিতে পুনঃগঠিত হয়েছে। ব্যাপক প্রবাসী আয় প্রবাহ, রপ্তানি চাহিদা পুনরুদ্ধার এবং সরকারী বিনিয়োগ এর কারনে দেশের জিডিপি ২০২১ সনে ৫.৪৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সনে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড সর্বোচ্চ ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিক ডলার হয়েছে। খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০২১ সনে মুদ্রাস্ফীতির হার ৫.৯৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিগত কয়েক বছর যাবৎ প্রায় ৫.৫০ শতাংশে স্থীর ছিল। আশা করা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি হার ২০২২ সনে ৫.৭ শতাংশে স্থীতিশীল থাকবে। বাংলাদেশে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাস প্রায় শতবর্ষের। বর্তমানে সরকারী সাধারণ বীমা কর্পোরেশনসহ নন-লাইফ বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৪৭টি। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের বীমা শিল্পের উন্নয়নের হার ৫% যা মোট জিডিপির ০.৫৯% মাত্র। স্বল্প বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধীরগতি, অধিক করহার, বীমা সম্পর্কে মানুষের পর্যাপ্ত ধারণার অভাব, ব্যবসা সম্প্রসারণের নিম্নগামী ধারা ও মাত্রাধিক কর আরোপ এই ব্যবসায়ের উন্নতির পথকে রোধ করে রেখেছে। আশার কথা হচ্ছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আশা করি বীমা শিল্পের স্থিতিশীল ও টেকসই উন্নয়নের জন্য আইডিআরএ কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় বীমা নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কাজের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরন এবং কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বীমা কোম্পানীসমূহকে সময়োপযোগী ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং আশাকরি সকল বীমা কোম্পানীর জন্য সুষ্ঠ ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও এখাতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষ সফল হবে।

ব্যবসা পর্যালোচনা ঃ

নন-লাইফ বীমা ব্যবসা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্প-কারখানার উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর। এছাড়াও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জীবনযাত্রার মানন্নোয়ন ও কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগি হয়। বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল যা এ শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যত পূর্ববর্তী বছর থেকে নিম্নগামী করে রেখেছে। তবে আশার কথা এই যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এই শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু বাস্তবমুখি পরিকল্পনা ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন ও বীমা কোম্পানীগুলি সহায়তা করছেন। ইতিমধ্যে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ণ শুরু হওয়ার ফলে বীমা শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ২০২১ সনে মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে ৬৪৬.২৩ মিলিয়ন যা ২০২০ সনে ছিল ৫৭৫.৭১ মিলিয়ন। গত বছরের তুলনায় প্রিমিয়াম ১২.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পাওয়ায় অবলিখন মুনাফা ২০২১ সনে ১৭.১৪ মিলিয়ন টাকা অর্জন করেছে।

অগ্নি বীমা ব্যবসা ঃ

ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ২০২১ সনে অগ্নি বীমা ব্যবসা থেকে মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে ২৩১.৫৮ মিলিয়ন যা ২০২০ সনে ছিল ২৩৬.১৭ মিলিয়ন। পুনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর কোম্পানী ২০২১ সনে নীট প্রিমিয়াম আয় করেছে ৮৫.০৫ মিলিয়ন টাকা। অগ্নি বীমাতে ২০২১ সনে অবলিখন লাভ হয়েছে ১১.১২ মিলিয়ন টাকা, ২০২০ সনের তুলনায় এ বছর অবলিখন মূনাফা হ্রাস পেয়েছে।

নৌ কার্গো ও নৌ হাল ব্যবসা ঃ

নৌ কার্গো ও হাল ব্যবসা থেকে কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম গত বছরের ২৩০.৮০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সনে ২৫৮.৫০ মিলিয়ন টাকায় উন্নিত হয়েছে। পূনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর নৌ কার্গো ও হাল বীমা থেকে ২০২১ সনের নীট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ১৯১.৭০ মিলিয়ন টাকা। নীট বীমা দাবী পরিশোধের পর এ বছর অবলিখন মূনাফা হয়েছে ১২৮.৭৯ মিলিয়ন টাকা যা ২০২০ সনে ছিল ৬৮.২১ মিলিয়ন টাকা।

মটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসা ঃ

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ মটর বীমা থেকে ২০২১ সনে ৬১.৪০ মিলিয়ন টাকা মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে যা গত বছর ছিল ৬৫.৭৬ মিলিয়ন টাকা। পূনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর মটর বীমা ব্যবসায় নীট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৫৬.৫৩ মিলিয়ন টাকা। নীট বীমা দাবী পরিশোধের পর এ বছর অবলিখন মূনাফা হয়েছে ২৩.৯৮মিলিয়ন টাকা। গত বছর যা ছিল ৩০.৯০ মিলিয়ন টাকা।

বিবিধ বীমা ব্যবসা থেকে ২০২১ সনে মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৯৪.৭৩ মিলিয়ন টাকা যা গত বছর ছিল ৪২.৮৯ মিলিয়ন টাকা। এই বছর ৫১.৮৪ মিলিয়ন টাকা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পাওয়ায় মূনাফা হয়েছে ৭.৫১ মিলিয়ন টাকা,২০২০ সনে যা ছিল ১৪.৩৪ মিলিয়ন টাকা। গত বছরের তুলনায় এই বছর মুনাফা ৪৭.৬৩% হ্রাস পেয়েছে।

ক্রেডিট রেটিং ঃ

৭ সনে প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ক্রেডিট রেটিং বাধ্যতামূলক করার পর ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড সন্তোষজনক রেটিং অর্জন করে আসছে। ২০২০ সনের বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এণ্ড সার্ভিসেস লিমিটেড কোম্পানীর ব্যবসায়ের

প্রবৃদ্ধি, বীমা দাবী পরিশোধের আর্থিক সক্ষমতা, বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছলতা, বিনিয়োগ, তারল্য, আইটি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিবেচনা করে গত বছরের ক্রেডিড রেটিং **এ+** থেকে উন্নিত করে ২০২১ সনের জন্য **'এএ-'** ক্যাটাগরীতে রেটিং করেছেন।

মানব সম্পদ ঃ

আমরা বিশ্বাস করি ব্যবহারিক দক্ষতা ও গুনাবলী হচ্ছে গুনগত মানসম্পন্ন কাজের অন্যতম শর্ত। ভাল কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে পেশাগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড তার কর্মীদের "কর্মকালীন প্রশিক্ষণ" এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আমাদের কর্মীদের গুনগত মান উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয় যাতে করে তারা ভবিষ্যতে দক্ষতার সাথে কোম্পানীর কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে।

শাখা নেটওয়ার্ক ঃ

আমরা সারা দেশব্যাপী সর্বমোট ৩০টি শাখার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করছি এবং প্রয়োজনীয় জনবল প্রদান করেছি। আমরা ভালো স্থানে আরো নতুন শাখা খোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে আমরা বাজারে আমাদের সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের বীমা সেবা জনগণের জন্য সহজলভ্য করতে চাই।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং আর্থিক বিবরণীর উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ আপনাদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে,

(ক) কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং সংযুক্ত টিকাসমূহ কোম্পানী আইন ১৯৯৪, বীমা আইন ২০১০, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বীমা আইন ১৯৩৮, বীমা বিধিমালা-১৯৫৮ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৮৭ অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে। এ বিবরণীসমূহ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, সমাপ্ত বছরের কার্যক্রমের ফলাফল এবং নগদ অর্থ প্রবাহের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলন করে।

(খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত কিছু সংখ্যক পরামর্শের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

(১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তা এবং পরিচালকগন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ার ধারণ করে।

(২) কোম্পানীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর/পদত্যাগের পর কোম্পানী চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি পরিশোধ করে আসছে। তথাপি নিরীক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী এই খাতে বর্তমান বৎসরেও প্রভিশন করা হয়েছে।

(৩) প্রতি বৎসর নিয়মানুযায়ী কোম্পানীর আয়কর রিটার্ণ জমা দেওয়া হয়। আয়কর এসেসম্যান্ট জটিল বিষয় হওয়ায় এবং আইনি প্রক্রিয়ার কারণে এখনো চুড়ান্ত আয়কর নির্ধারন করা হয়নি। তবে এই বিষয়টি অতিসত্ত্বর সমাধা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(৪) এসআরও নং ৩৫৩/এডমিন/২০১৯ তারিখ ১১/১১/২০১৯ অনুযায়ী বিনিয়োগ অতিসত্ত্বর সমাধা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২৭ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ১.৩৭ কোটি টাকা নতুন বিনিয়োগ করা হয়েছে।

(গ) কোম্পানীর প্রয়োজনীয় হিসাব বহিসমূহ সঠিকভাবে তৈরী করা হয়েছে।

(ঘ) আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীতে সঠিক হিসাব নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যত্যয়সমূহ প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাবের অনুমানসমূহ যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথভাবে করা হয়েছে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক হিসাবমানসমূহ যা বাংলাদেশে প্রযোজ্য সে অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

(চ) অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা স্বচ্ছভাবে প্রণীত। যার প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষন সুন্দরভাবে পালন করা হচ্ছে।

(ছ) চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানীর সক্ষমতায় কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই।

(জ) নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গৃহীত বিনিয়োগ স্বার্থ পরিপন্থি সিদ্ধান্ত থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ সুরক্ষিত।

(ঝ) অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসেবে কোন প্রকার বোনাস শেয়ার বা স্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়নি।

(ঞ) প্রতিবেদনকালীন সময়ে কোন অস্বাভাবিক কার্যক্রম সংগঠিত হয়নি।

(ট) গত বছরের কার্যক্রমের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিচ্যুতি নাই।

বোর্ড সভার উপস্থিতি ঃ

বোর্ড সভার সংখ্যা এবং পরিচালকদের উপস্থিতি কর্পোরেট গভার্ন্যান্স এর সংযুক্তির সাথে দেখানো হলো। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকগণ আট হাজার টাকা করে ফি পেয়ে থাকেন। নিরপেক্ষ পরিচালকসহ পরিচালকবৃন্দের বোর্ড সভায় উপস্থিতির ফি অডিট রিপোর্টের নোট নং ৪৩.০০ এ দেওয়া হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডিং ধরণ ঃ

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (XXIII) অনুযায়ী কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডিং এর ধরন সংযুক্তি হিসাবে দেয়া হলো।

লভ্যাংশ বিতরণ নীতিমালা ঃ

বিএসইসি এর নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-৩৮৬/০৩ তারিখঃ ১৪ জানুয়ারী ২০২১-এর ক্লজ ৩(৭) অনুযায়ী "লভ্যাংশ বিতরণ নীতিমালাবার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

আর্থিক তথ্যসমূহ ঃ

কোম্পানীর বিগত ৫ বছরের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও অন্যান্য তথ্যসমূহ বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

কোম্পানীর পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সম্পর্কিত পক্ষসমূহের লেনদেন

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (VI) অনুযায়ী সম্পর্কিত পক্ষসমূহের লেনদেন আর্থিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন:

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার প্রতিবেদন:

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (VII) অনুযায়ী কোম্পানীর নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এর প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

নমিনেশন এণ্ড রিম্যিউনারেশন কমিটি(এনআরসি) ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৬ অনুযায়ী নমিনেশন এণ্ড রিম্যিউনারেশন কমিটি গঠন করা হয়। কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের ৩ জন নিরপেক্ষ পরিচালক এবং ৩ জন উদ্যোক্তা/শেয়ারহোল্ডার পরিচালক এর সমন্বয়ে পরিচালক পরিষদের নমিনেশন এণ্ড রিম্যিউনারেশন কমিটি গঠন করা হয়। নিরপেক্ষ পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, নিরপেক্ষ পরিচালক, জনাব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, নিরপেক্ষ পরিচালক, জনাব তাহরির নেওয়াজ, পরিচালক জনাব একেএম জিয়া উদ্দিন চৌধুরী, পরিচালক ও জনাব আবরারুল হক, পরিচালক সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছেন কোম্পানী সচিব। এনআরসি পরিচালক পরিষদের সদস্য ও উর্ধতন কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, স্বতন্ত্রতা বিচারের সুপারিশ নীতি ও তাঁদের কার্য পরিধি এবং সেলামী নির্ধারণ করতে বোর্ডকে সহযোগিতা করে। ২০২১ সনে এনআরসির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ৯(I) অনুযায়ী কোম্পানীর কর্পোরেট গভ্যার্ন্যান্স পরিপালনের সনদ প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

সামাজিক দায়বদ্ধতা (কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি) :

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) বা সামাজিক দায়বদ্ধতা এর আওতা ক্ষুদ্র পরিসরে অব্যাহত রেখেছে। পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্তক্রমে কোম্পানীর আর্থিকভাবে অসচ্ছল স্টাফ বা অন্যান্য ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে কর্মকান্ড শুরু হয়েছে।

- বিগত বছরে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় কর্তৃক বিশেষ বিশেষ দিবস পালন উপলক্ষ্যে প্রচারে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছে।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা শিল্পে যোগদান উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১লা মার্চ কে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করেছেন। জাতীয় বীমা দিবস কে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিস সমুহে ব্যানার ও ঢাকা শহরের গুরুত্ব সড়কে ও সড়কদ্বীপে ফেস্টুন টাঙ্গানো হয়েছে এবং বিভিন্ন পত্রিকা/স্মরনিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানে অথবা প্রকাশনায় আর্থিকভাবে অথবা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

মুনাফা ও লভ্যাংশ ঃ

২০২১ সনে পুরো বছর ব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে। তার প্রভাব আমাদের কোম্পানীতেও

পড়েছে। আপনারা শুনে সুখী হবেন যে নানাবিধ প্রতিকুলতা সত্ত্বেও কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের ন্যায় ২০২১ সনেও বিপুল পরিমান বীমা দাবী পরিশোধ সত্ত্বেও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যকরী কিছু নির্দেশনার কারনে কোম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কোম্পানীর তারল্যে বেশ প্রভাব পড়েছে এবং কোম্পানী ২০২১ সনে ১৪০.০৬ মিলিয়ন টাকা করপূর্ব নীট মুনাফা করতে সক্ষম হয়েছে। মুনাফা থেকে ৪২.৮৬ মিলিয়ন টাকা আয়কর প্রভিশন করা হয়েছে এবং ২২.০০ মিলিয়ন টাকা ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতির জন্য রিজার্ভ করা হয়েছে। কোম্পানীর মুনাফা হওয়ায় লভ্যাংশ প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে সকল শেয়ারহোল্ডারকে অর্থাৎ ৭১,০৩,৯৬,৪৩০.০০টাকা পরিশোধিত মূলধনের উপর ১০% নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য পরিচালক পরিষদ সুপারিশ করেছেন।

ব্যালেন্স শীট তারিখের পরবর্তী বিষয়াদি ঃ

মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশী মানুষকে টিকার আওতায় আনার কারণে বাংলাদেশে এখন কোভিড-১৯ মহামারীর ঝুঁকি কম যার কারণে এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধসমূহ কমে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি গতি লাভ করবে এবং ক্রমান্বয়ে গতানুগতিক ধারায় ফিরে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা যাচ্ছে। অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তিসমূহ যথা তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি চাহিদা বৃদ্ধি, প্রবাসী আয় প্রবাহ, অবকাঠামো প্রকল্পে সরকারী বিনিয়োগ ২০২২ সাল থেকে গতি ফিরিয়ে আনতে ও উচ্চহাওে প্রবৃদ্ধি পেতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আগামীতে বীমা কোম্পানীগুলোর প্রতিযোগিতা তীব্রতর হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা শিল্প বিকাশে সহায়ক। তবে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বীমা শিল্পের প্রতিযোগিতা আমাদের দেশে কাঙ্খিত পরিবেশ এবং নিয়মকানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা এবং আইনানুগতা নিশ্চিত করা না গেলে বীমা শিল্পের ভবিষ্যত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। সব কিছু বিবেচনায় রেখেই এই শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে সহযোগিতা এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের স্বার্থ সংরক্ষণ করে উচ্চতর সেবা ও নৈতিকতার মাধ্যমে লাভজনকভাবে কোম্পানীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে আমরা বদ্ধপরিকর।

উল্লেখ্য, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে প্রস্তুতকৃত ব্যালেন্স শীট এর পরবর্তী সময়ে কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়ের ধারা প্রায় একই আছে। বড় ধরণের কোন বিপর্যয় না হলে আগামীতে মুনাফা বৃদ্ধি আশা করা অত্যন্ত সংগত।

উদ্যোক্তা পরিচালকদের অবসর গ্রহন এবং পুণ: নির্বাচন ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর ১১৪ নং আর্টিকেল অনুযায়ী নিম্নলিখিত উদ্যোক্তা পরিচালকগণ অবসর গ্রহণ করেন :

১। জনাব জয়নুল আবেদীন জামাল
২। মমতাজ বেগম
৩। জনাব তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী
৪। জনাব তৌহিদুল আলম

কোম্পানীর আর্টিকেল্স অব এসোসিয়েশন এর ১১৬ নং আর্টিকেল অনুযায়ী উদ্যোক্তা পরিচালকগণ পুনরায় নির্বাচনের যোগ্য এবং তাঁরা সকলে পুণঃ নির্বাচনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

পাবলিক শেয়ারহোল্ডার থেকে পরিচালক নির্বাচন ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর ১১৪ নং আর্টিকেল অনুযায়ী পাবলিক শেয়ারহোল্ডার (গ্রুপ-বি) এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিচালকগণ অবসর গ্রহণ করেন ঃ

১। মিসেস হাসিনা বানু
২। জনাব আবরারুল হক

অডিটর নিয়োগ ঃ

(ক) কোম্পানীর ৩৩ বার্ষিক সাধারণ সভায় চার্টার্ড একাউন্টেন্টস মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এণ্ড কোং, চাটার্ড একাউনটেন্টস, কে অডিটর নিয়োগ করা হয়। তাঁরা পর পর তিন বছর এ দায়িত্বে নিযুক্ত থাকায় পুণঃ নিয়োগের যোগ্য হবেন না বিধায় ২০২২ সনের জন্য নতুন অডিটর নিয়োগ করতে হবে। কোম্পানীর ২০২২ সনের অডিটর নিয়োগের জন্য কয়েকটি চার্টার্ড একাউনটেন্টস ফার্ম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। পরিচালক পরিষদ বাংলাদেশ সিকিউরিজিট এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর তালিকাভূক্ত চার্টার্ড একাউনটেন্ট মেসার্স জি. কিবরিয়া এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউনটেন্টকে কোম্পানীর ২০২২ সনের অডিটর নিয়োগের প্রস্তাব সুপারিশ করেছেন।

(খ) কোম্পানীর ৩৩ বার্ষিক সাধারণ সভায় চার্টার্ড একাউন্টেন্টস মেসার্স শফিক বসাক এণ্ড কোং, চাটার্ড একাউনটেন্টস, কে কোম্পানীর কর্পোরেট গভ্যার্ন্যান্স্ কমপ্লায়েনস্ কোড নিরীক্ষকনিয়োগ করা হয়। তাঁরা এ দায়িত্বে নিযুক্ত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পুণঃ নিয়োগের যোগ্য বিধায় ২০২২ সনের জন্য তাঁরা পুনঃ নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন।

কর্পোরেট গভ্যার্ন্যান্স্

ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড কর্পোরেট গভ্যার্ন্যান্স্ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ও যত্নশীল। বর্তমানে কর্পোরেট গভ্যার্ন্যানস্ একটি সময়ের দাবী। এরমধ্যে দায়বদ্ধতা, তথ্য প্রকাশ, স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার সঠিকতা অন্তর্ভুক্ত। আমরা সর্বদা কর্পোরেট সুশাসনের এই বৈশিষ্টগুলি ধারন করি এবং আমাদের প্রতিযোগি, গ্রাহক ও নীতিনির্ধারকদের নিকট অনুরূপ প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ৩ জুন ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ এর সুপারিশসমূহ কোম্পানীতে কার্যকর করা হচ্ছে/রয়েছে। উপরিল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের ৯ নং ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর কমপ্লায়েনস্ এর বিবরণী এবং চার্টার্ড একাউন্টেন্টস এর রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

উপসংহার ঃ

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডকে অব্যাহত সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, রেজিষ্ট্রার অফ জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এণ্ড ফার্মস, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি: এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলী লিষ্টেড কোম্পানীজসহ সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষ সমুহকে পরিচালক পরিষদ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পরিচালক পরিষদ দেশের একমাত্র পুণ:বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে তাদের পরামর্শ সহযোগিতা এবং সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

পরিচালক পরিষদ কোম্পানীর সকল শুভাকাঙ্খী, বীমা গ্রহীতা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহ কৃতজ্ঞতার সাথে রেকর্ডভূক্ত করছে এবং কোম্পানীর সম্মানীত বীমা গ্রহীতাকে উচ্চমান সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

পরিচালক পরিষদ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কোম্পানীর সকল উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকেও তাদের উৎকর্ষিত সেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কোম্পানীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কোম্পানীর উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পরিশেষে ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য নির্বাহী কমিটিসহ কোম্পানীর বিভিন্ন কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যানবৃন্দ, কোম্পানীর ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরিচালকমণ্ডলী এর নিরলস শ্রম এবং কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অব্যাহত সমর্থন, অকৃত্রিম সহযোগিতা এবং মূল্যবান পরামর্শ কোম্পানী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ সমর্থন-সহযোগিতা কামনা করছে।

আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায়।
আল্লাহ হাফেজ।
পরিচালক পরিষদের পক্ষে

এনামুল হক
চেয়ারম্যান